প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ঋগ্‌বেদ-কথা

ভারতীয় সাহিত্যের প্রবাহ কালে কালে বাঁক ফিরিয়া ফিরিয়া দৃশ্যাদৃশ্য স্রোতে বিসর্পণ করিতে করিতে বহিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যের প্রকাশ ভাষায়। সেই ভাষার কালোচিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অবিচ্ছিন্নধার ভারতীয় সাহিত্যকে কয়েকটি সমতলের ঘাটে ধরিতে ছুঁইতে পারি। প্রথম হইল বৈদিক সাহিত্য, দ্বিতীয় সাধু সংস্কৃত সাহিত্য, তৃতীয় কথ্য সংস্কৃত সাহিত্য, চতুর্থ পালি (বৌদ্ধ) সাহিত্য এবং প্রাচীন রাজানুশাসন ও প্রত্নলিপি, পঞ্চম জৈন সাহিত্য, ষষ্ঠ প্রাকৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনা, সপ্তম অপভ্রংশ পদ্য ও গদ্য রচনা, অষ্টম অবহট্‌ঠ পদ্য ও গান, নবম প্রথম নব্য ভারতীয় রচনা। অতঃপর, আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, ভারতীয় সাহিত্যধারা বিশীর্ণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুকাল সমান্তরাল বহিয়া গিয়া অবশেষে নিজ নিজ পথে দূরান্তরিত হইয়াছে।

এ বড় আশ্চর্যের কথা যে দীর্ঘ-অনুশীলনসিদ্ধ প্রৌঢ়িমা লইয়াই ভারতীয় সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। সে হইল ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ-সংহিতা (ঋক্-বেদ)। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে এবং এক অথবা বহু দেবভাবনার বিমিশ্র অনুভূতির উত্তেজনায় ও আবেগে ঋগ্‌বেদের "সূক্ত" (= সু-উক্ত) অর্থাৎ সুভাষিত দেবস্তোত্র ও তদন্তর্গত "ঋক্" অর্থাৎ অর্চনাশ্লোকগুলি উদ্দীপ্ত। ইহার মধ্যে অবশ্য এমন অল্প কয়েকটি কবিতাও আছে যাহা দেবোপাসনার, যজ্ঞকার্যের অথবা অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিরহিত। ভারতীয় সাহিত্যের পরবর্তী ইতিহাসে পৌঁছিলে তবেই ঋগ্‌বেদের মধ্যে অসমঞ্জস "লৌকিক" কবিতাগুলির বিশেষ মূল্য নজরে পড়ে।

"সংহিতা" অর্থাৎ গ্রন্থ আকারে ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলি সংকলিত হইতে বেশ বিলম্ব হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ সংহিতার অধিকাংশ সূক্তের রচনাকাল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ তবে সংকলনকাল খুব কম হইলেও চারিপাঁচ শত বৎসর পরে। কিছু কিছু কবিতার রচনাকাল তাহার আগে। কিন্তু কত আগে তাহা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে কবিতাগুলি সব একই সময়ে অথবা খুব অল্পকালের ব্যবধানে রচিত হয় নাই। ভাব ভাষা ও বস্তু (দেবভাবনা) বিশ্লেষণ করিয়া ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিকে প্রাচীন ও অর্বাচীন, দুই ভাগে সহজে পৃথক করা যায়। প্রাচীন ভাগের কবিতাগুলির উর্ধ্বসীমা ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে বিশেষ বাধা নাই। তখনও পূর্ব-অভিজন ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগত আর্যদের সম্পর্কসূত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। অর্বাচীন ভাগের কবিতাগুলির রচনাকালের অধঃসীমা গ্রন্থের শেষ সংকলনের কিছু আগে।

ঋগ্‌বেদের রচনা ও সংকলনকালে এবং তাহার বেশ কিছুকাল পরেও, আর্য-ভারতীয়দের মধ্যে দুইচারিজন ব্যতীত কেহই হয়ত লিখিতে জানিতেন না। ঋগ্‌বেদের সূক্ত মুখে মুখে রচিত এবং মুখে মুখেই গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে আগত ও গ্রন্থবদ্ধ। ইহাই হইল অভিজ্ঞদের অভিমত। এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোন দেশে ঘটে নাই। হাতে লেখার কথা দূরে থাক যত্ন করিয়া ছাপায় তুলিলেও ভুল এড়ানো যায় না। অথচ একটানা প্রায় দেড়-দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ঋগ্‌বেদের মতো গ্রন্থ (এবং সেই সঙ্গে বিশাল বৈদিক সাহিত্যের অপর ভারি ভারি গ্রন্থ) মুখে মুখেই পুরুষানুক্রমে কালবাহিত হইয়া পরিশুদ্ধভাবে আসিয়াছে। মৌখিক পরিবহনে

যাহাতে ভ্রমপ্রমাদের প্রবেশ না ঘটে সেজন্য সেকালের বেদজ্ঞেরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ঋগ্‌বেদের সূক্ত অভ্রান্তভাবে মনে রাখিবার ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সেসব এখন অদ্ভুত উৎকট মনে হয়। মুখে মুখে ঋগ্‌বেদ রেকর্ড করার বিভিন্ন উপায়গুলিকে "পাঠ" বলা হয়। সাধারণত পরিচিত হইতেছে "পদ-পাঠ"। পদপাঠ প্রণালীতে প্রত্যেক পদ সন্ধি ভাঙ্গিয়া এবং সমাস-পদ হইলে সমাস ভাঙ্গিয়া একটি একটি করিয়া পড়া হইত। পদপাঠে অনেক সময় পদের বিভক্তি-অংশও বিশ্লিষ্ট করা আছে এবং প্রত্যেক পদের নিজস্ব স্বর (accent) দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আমাদের দেশে ভাষা-বিশ্লেষণের (অর্থাৎ ব্যাকরণের) সূত্রপাত হইয়াছে এই পদ-পাঠ প্রণালীতে।

এখানে একটা কথা জানা আবশ্যক। ঋগ্‌বেদের সূক্ত যেভাবে পড়া হইত (অর্থাৎ "মন্ত্র-পাঠ") তাহা কোন কোন স্থলে পদপাঠেরই মতো ছিল।

পদ-পাঠ ছাড়া, বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করিবার জন্য আরও কয়েক রকম পাঠ-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। "ক্রম"-পাঠে প্রথমটি ছাড়া প্রত্যেক পদ পুনরুক্ত হইত। "জটা"-পাঠে দুইটি করিয়া পদ প্রথমে যথাক্রমে পড়িয়া তাহার পর উল্টাইয়া পড়িয়া আবার ঠিকমত পড়িতে হইত। "সংহিতা", 'পদ" ও "ক্রম" এই তিন পাঠ-প্রণালীর উদাহরণ দিতেছি :

সংহিতা-পাঠ

তৎ সবিতুর্ বরেণিঅং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

পদ-পাঠ

তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যম্। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি।
ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ।।

ক্রম-পাঠ

তৎ সবিতুঃ। সবিতুর্বরেণ্যং। বরেণ্যং ভর্গঃ। ভর্গো দেবস্য।
দেবস্য ধীমহি। ধীমহীতি ধীমহি।
ধিয়ো যঃ। যো নঃ। নঃ প্রচোদয়াদিতি প্রচোদয়াৎ।।

ঋগ্‌বেদ নামের মধ্যে 'ঋক্' শব্দের অর্থ "অর্চনা শ্লোক" আর 'বেদ' শব্দের অর্থ "প্রাচীন পরম্পরাগত জ্ঞানভাণ্ডার"। 'বিদ্যা' ও 'বেদ' দুইই বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন কিন্তু শব্দ দুইটির অর্থ ঠিক এক নয়। 'বিদ্যা' মানে যে জ্ঞান ব্যক্তিচেষ্টার দ্বারা অধিগত, 'বেদ' মানে পূর্বাগত জ্ঞানরাশি। বেদ-মন্ত্র বিশেষ কোন ব্যক্তির রচনা নয়, ইহা "অপৌরুষেয়" অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক। প্রাচীনকালের এই ধারণার উৎপত্তির হেতু বেদ শব্দের ব্যঞ্জনায় নিহিত ছিল।

ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি সংহিতা-আকারে সঙ্কলিত হইবার অনেককাল পূর্ব হইতেই বিভিন্ন অর্চক (ঋষি) গোষ্ঠীর সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। অর্চক-গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাদের নিজস্ব সূক্তগুলি—সব না হইলেও কিছু কিছু—লিখিয়া থাকিবেন এবং/অথবা নিজ বংশ ও গুরুবংশ ক্রমে সেগুলি ব্যবহারের অধিকার পাইয়া থাকিবেন। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা সঙ্কলনের সমকালে সূক্তগুলির প্রত্যেকটির "ঋষি" (অর্থাৎ দ্রষ্টা বা রেকর্ডার) নির্বাচিত হইয়াছিল।[১] ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে নারীও ("ঋষিকা") আছেন। যেমন অপালা আত্রেয়ী, ঘোষা কাক্ষীবতী, "বাক্ অম্ভৃণী", "শচী পৌলোমী"। শেষ তিনটি নাম কল্পিত মনে হয়।

১। সেকালের মতে ঋষিরা ঋক্‌মন্ত্র দৈববাণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নামগুলি অনেক সময় যদৃচ্ছাগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। কেননা ইহার মধ্যে প্রাচীন দেবতার নামও আছে। যেমন ত্রিত আপ্ত্য, ত্রিশিরাঃ ত্বাষ্ট্র, সূর্যা সাবিত্রী।

ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় সূক্তগুলি দুই রকমে সাজানো আছে। এক "অষ্টক" বিভাগ, আর "মণ্ডল" বিভাগ। ঋগ্‌বেদের "সূক্ত" (অর্থাৎ কবিতা) সংখ্যায় ১০১৭ (এগারোটি "বালখিল্য" সূক্ত ধরিলে ১০২৮)। "অষ্টক" বিভাগে এই সূক্তগুলি মোটামুটি আট সমান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের নাম "অষ্টক"। প্রত্যেক অষ্টক আবার আটটি করিয়া "অধ্যায়"-এ বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার পাঁচ অথবা ছয় শ্লোক ("ঋক্") লইয়া কয়েকটি "বর্গ"-এ বিভক্ত। এই বিভাগ যান্ত্রিক ও অর্বাচীন। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

"মণ্ডল" বিভাগে সূক্তগুলিকে কোনরকম ভাঙচুর করা হয় নাই। এখানে সূক্তগুলি দশটি "মণ্ডল"-এ বিভক্ত। প্রথম মণ্ডলে সূক্ত-সংখ্যা ১৯১, দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩, তৃতীয় মণ্ডলে ৬২, চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮, পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭, ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫, সপ্তম মণ্ডলে ১০৪, অষ্টম মণ্ডলে ৯২ (বালখিল্য সূক্তগুলি ধরিলে ১০৩), নবম মণ্ডলে ১১৪, দশম মণ্ডলে ১৯১। এই "মণ্ডল" বিভাগই প্রাচীন এবং এই বিভাগ স্বীকার করিয়াই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার বর্তমান সঙ্কলন গঠিত।

দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত মণ্ডলগুলিতে সূক্ত এক রীতিতে সঙ্কলিত। এখানে মণ্ডলে একটি করিয়া ঋষির (আসলে ঋষি-বংশের) রচনা স্থান পাইয়াছে। ঋষিগোষ্ঠী দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলে বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠ। অষ্টম মণ্ডলে অধিকাংশই কাণ্বদের রচনা। প্রত্যেক মণ্ডলে আবার প্রকৃতি (অর্থাৎ বিষয়) ও আকৃতি (অর্থাৎ ঋক্‌সংখ্যা) অনুসারে সূক্তগুলি সাজানো আছে। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম, এই ছয়টি মণ্ডল লইয়া ঋগ্‌বেদের প্রথম সঙ্কলন অর্থাৎ ঋক্‌সংহিতার প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পর সংযোজিত হইয়াছিল প্রথম মণ্ডলের প্রথম পঞ্চাশটি সূক্ত এবং সমগ্র অষ্টম মণ্ডল। অষ্টম মণ্ডলে যদিও সব সূক্তই কাণ্ববংশীয় ঋষির রচনা তবুও ইহাতে সূক্তগুলির যোজনা ভিন্ন পদ্ধতির। প্রথম মণ্ডলের প্রথম পঞ্চাশ সূক্তও অধিকাংশ কাণ্বদের রচনা। দ্বিতীয় সংযোজন হইল নবম মণ্ডল। ইহাতে যে সূক্ত আছে সে সবগুলিরই উদ্দিষ্ট দেবতা সোম। এখানে ঋষিদের মধ্যে নূতন কোন নাম নাই। অনুমান করা হয় যে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মণ্ডল পর্যন্ত ঋষি-কবিদের সোমদৈবত সূক্তগুলি সরাইয়া নবম মণ্ডলরূপে সংযুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর প্রথম মণ্ডলের বাকি সূক্তগুলি (১৪১) এবং সর্বশেষে দশম মণ্ডল সংযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম ও শেষ মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা একই (১৯১),—ইহা অনুধাবনযোগ্য। দশম মণ্ডল যে সর্বশেষ যোজনা তাহা সূক্তগুলির কোন কোনটির ভাষায় যে অল্পস্বল্প অর্বাচীনত্ব এবং অধিকাংশের বিষয়ে যে বৈচিত্র্য আছে তাহা হইতে বোঝা যায়।

ঋগ্‌বেদের সূক্তে ঋক্-সংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। গড়পড়তায় সূক্তের ঋক্-সংখ্যা দশ। সর্বাপেক্ষা বড় সূক্তে আটান্নটি ঋক্ আছে (১.১৬৪), সবচেয়ে ছোট সূক্তে একটি মাত্র (১.৯৯)।

ঋগ্‌বেদের কবিতায় মূল ছন্দ চারটি—ত্রিষ্টুভ্, জগতী, গায়ত্রী ও অনুষ্টুভ্। ত্রিষ্টুভে চার চরণ, প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা এগারো। জগতীতেও চার চরণ, চরণে অক্ষরসংখ্যা বারো। গায়ত্রীতে তিন চরণ, প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর। অনুষ্টুভে চার চরণ, চরণে অক্ষরসংখ্যা গায়ত্রীর সমান। এ ছাড়া মিশ্র ছন্দও আছে। তাহাতে একাধিক মূল ছন্দের মিশ্রণ, চরণে অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি এবং ঋকে চরণসংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। একটি ছন্দের তিনটি ঋক্ লইয়া গুচ্ছ হইলে বলে "ত্র্যচ" অর্থাৎ তিনটি ঋকের সমষ্টি। (যেমন সংস্কৃত কাব্যে বহু শ্লোকে বাক্য সমাপ্ত হইতে বলে "কুলক"।) দুই বিভিন্ন মিশ্র ছন্দের শ্লোকসমষ্টির নাম "প্রগাথ"। (সংস্কৃত কাব্যে দুইটি শ্লোকে বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বলে "যুগ্মক"।)

সংস্কৃত মহাকাব্যে দেখা যায় যে প্রত্যেক সর্গে প্রধানত একটিমাত্র ছন্দ ব্যবহৃত, কিন্তু সর্গের শেষ শ্লোকের ছন্দ তাহা হইতে পৃথক্। এই বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত ঋগ্‌বেদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত দেখা যায় যে ত্রিষ্টুভে রচিত সূক্তের শেষ ঋকের ছন্দ জগতী, অথবা গায়ত্রীতে রচিত সূক্তের শেষ ঋকের ছন্দ অনুষ্টুভ্।

চিরদিন ধরিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়া সংস্কৃতকে শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের কাছে ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ। এ শাস্ত্র এত প্রাচীন ও এত পবিত্র যে, তাঁহাদের মতে, ইহার উদ্ভব ব্রহ্মার বাক্‌বিসর্গে, এবং যে যে ঋষির নাম বিশেষ বিশেষ কবিতার সহিত সংযুক্ত আছে তাঁহারা মন্ত্রস্রষ্টা[১] (= সূক্ত-রচয়িতা) নন, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রের ধারক ও বাহক মাত্র। এখনকার বেতার-বার্তার ভাষায় ঋগ্‌বেদের ঋষিকবিরা ছিলেন যেন রিসিভার এবং ট্রান্‌স্‌মিটার যন্ত্রের মতো। তাঁহাদের বংশানুক্রমে অথবা শিষ্য-পরম্পরায় কবিতাগুলি যেন কালে কালে রীলে হইয়া আসিয়া অবশেষে—সাত-আট শত বৎসর অথবা তাহার আগে—পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ঋগ্‌বেদ-সংহিতা ধর্মকাব্যগ্রন্থ, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া নিখুঁত অভ্যাসের মধ্য দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে।

ঋগ্‌বেদ-সংহিতা পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থরূপে সংকলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে ঋগ্‌বেদের সব কবিতাই ধর্মঘটিত নহে। ইহাতে এমনও কতকগুলি সূক্ত আছে যেগুলিকে বহু কষ্টকল্পনাতেও পারমার্থিক ভাবময় বলা যায় না। দুই একটিকে তুকতাক তন্ত্রমন্ত্রের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু বাকি লৌকিক কবিতাগুলির সম্বন্ধে শুধু এই অনুমান করা চলে যে কেবল প্রাচীনত্বের দাবিতেই ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় এইগুলির স্থান হইয়াছিল। তখনকার কালে এই কবিতাগুলির মূল্য কেমন ছিল জানি না। এখনকার দিনে এইগুলির মূল্য ঋগ্‌বেদের অপর কবিতাগুলির তুলনায় বেশি। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সাহিত্যের বীজ ঋগ্‌বেদের এই লৌকিক কবিতাগুলির কোনো কোনোটির মধ্যে উপ্ত আছে।

লৌকিক কবিতাগুলির কথা বাদ দিলে ঋগ্‌বেদের সমস্ত কবিতাই দেববন্দনা ও প্রার্থনা। ঋগ্‌বেদে মুখ্য দেবতা বলিতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, অর্যমা, সূর্য, ভগ, পর্জন্য, যম, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, বৃহস্পতি, ত্বষ্টা, বসুগণ, অগ্নি ও সোম। আভাসে প্রতিভাসে দেবতাদের রূপকল্পনা ছিল কিন্তু কোন স্পষ্ট প্রতিমা-ভাবনা ছিল বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। যজ্ঞে—অর্থাৎ অগ্নিপূজায়—যাঁহাদের আহ্বান করা হইত তাঁহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের দূত এবং প্রতিনিধি ছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি। দেবতাদের উদ্দেশে খাদ্য ও পেয় নৈবেদ্য ("হবিঃ") অগ্নিতে সমর্পণ ("হোম") করা হইত। অগ্নি তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতেন। এইভাবে দেখিলে অগ্নিই ঋগ্‌বেদের মুখ্য দেবতা। সুতরাং ঋগ্‌বেদের ধর্মাচারকে অগ্নি-যাগ (fire worship) বলা যায়। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রায় চারি-আনা ঋক্ ইন্দ্রের স্তব। তাহার পরেই অগ্নির স্তব সংখ্যায় সমধিক। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার আরম্ভ অগ্নির স্তবে, সমাপ্তিও অগ্নির স্তবে।

ঋগ্‌বেদের প্রথম সূক্ত গায়ত্রী ছন্দে রচিত। প্রথম ঋক্‌টি এই

অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।

১। বেদের প্রাচীনতম অংশ, ছন্দে রচিত ঋগ্‌বেদ, "মন্ত্র" বলিয়া পরিচিত ছিল।